চাঁপাইনবগঞ্জ-এর নকশিকাঁথা

চাঁপাইনবগঞ্জ জেলার অন্যতম ঐতিহ্য। বেশ কিছু পুরনো শাড়ি লেয়ার করে কাঁথা তৈরি করা হয়। ফলে মাথাব্যথা হালকা হয়ে যায়। কাঁথাকে একটি লোকশিল্প হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। কাঁথায় নকশার কাজ থাকলে তাকে নকশি কাঁথা বলে। সাধারণত বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহার করা হয়, এই কাঁথাগুলি দক্ষতার সাথে দক্ষ হাতে ডিজাইন করা হয় এবং পুরুষানুক্রমে সংরক্ষণ করা হয়। নামকরণটি বাংলাদেশে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে জসীমউদ্দীনের কাব্যগ্রন্থ নকশী কাঁথার মঠ (১৯২৯ সালে প্রথম প্রকাশিত) থেকে।

এদেশের মানুষ অনাদিকাল থেকে নকশি কাঁথা ব্যবহার করে আসছেন শহর বা গ্রামের সর্বত্রই এখনও নকশি কাঁথার কদর রয়েছে তবে আগের দিনে প্রতিটি পরিবারে নকশি কাঁথার ব্যবহার ছিল ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময়। যেমন শীতের জন্য লেপকাঁথা, বালিশের জন্য বায়তান, নামাজের জন্য জায়নামাজ কাঁথা, বসার জন্য আসান কাঁথা এবং খাবারের জন্য দস্তরখান কাঁথার ব্যবহার অনুসারে আরও অনেক নাম ছিল। মেয়েদের বিয়েতে এবং আত্মীয়স্বজনদের উপহার হিসাবে কাঁথা দেওয়ার রেওয়াজ ছিল তার সন্তানের জন্য একজন স্নেহময়ী মা, তার স্বামীর জন্য একজন স্নেহময়ী স্ত্রী এবং একজন দাদী, খালা এবং চাচা নতুনের আগমনে হৈচৈ করতেন। বিশ্বের অতিথি। এই ধারা আজও পুরোপুরি শেষ হয়নি

সেই সময়ের নকশি কাঁথা এখনও আছে এবং তৈরি হচ্ছে কিন্তু বিবর্তনের ধারায়, সময় ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ঐতিহ্যবাহী শিল্পকর্মেও পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে, নকশি কাঁথার চাহিদা ও ব্যবহারও এসেছে ব্যাপক। আর চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় তৈরি উদ্ভাবনী নকশি কাঁথা আজ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমাদৃত। শখের পণ্য হিসেবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরি হচ্ছে নকশি কাঁথা, পুরনো কাপড় ও সুতার পরিবর্তে ব্যবহার করা হচ্ছে লাল শাল বা কালো কাপড় এবং বিদেশি সিল্কের পেটি সুতো।

Nakshi Kantha of Chapainawabganj

One of the traditions of Chapainabganj district. Kantha is made by layering several old sarees. As a result, the headache becomes mild. Kantha is also considered as a folk art. If the kantha has design work, it is called nakshi kantha. Usually used for special occasions, these kanthas are expertly designed with skillful hands and stored in masculine order. The nomenclature became popular in Bangladesh from Jasimuddin's poetry book Nakshi Kanthar Math (first published in 1929).

The people of this country have been using Nakshi Kantha since time immemorial Kantha is still highly valued everywhere in the city or in the village But in earlier days, the use of Nakshi Kantha in every family was extensive and varied Their names also varied according to usage For example, Lepkantha for winter, Baytan for use as a pillow, Jainamaz Kantha for prayer, Asan Kantha for sitting and Dastarkhan for food had many other names according to the use of Kantha. It was also customary to give kantha as a gift at the marriage of girls and to relatives A loving mother for her child, a loving wife for her husband, and a grandmother, aunt, and uncle would make a fuss over the arrival of a new guest in the world. This trend has not completely ended even today

Nakshi Kantha of that time is still there and being made But in the course of evolution, in view of the time and demand, our traditional art work has also caught the wind of change The demand and use of Nakshi Kantha has also come to be widespread and innovative Nakshi Kantha made in Chapainawabganj district is appreciated in different countries of the world today. Nakshi Kantha is being made on a commercial basis as a hobby product New American, red shawl or black cloth and foreign silk petti thread are being used instead of old cloth and thread.